করোনায় বিএনপির বিশেষ তহবিল গঠনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান আ’লীগের

করোনাভাইরাসের কারণে দেশের অর্থনীতি রক্ষায় ৮৭ হাজার কোটি টাকার বিশেষ তহবিল গঠনের যে প্রস্তাব বিএনপি দিয়েছিল- তা প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ।

শনিবার বিকালে সংসদ ভবন এলাকায় সরকারি বাসভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

এর আগে সকালে রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর করোনাভাইরাসের কারণে দেশের অর্থনীতি রক্ষায় ৮৭ হাজার কোটি টাকার বিশেষ তহবিল গঠন করতে সরকারকে প্রস্তাব দেন।

বিকালে ওবায়দুল কাদের বলেন, দেশের অর্থনীতির সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য বিএনপি এই প্রস্তাব দিয়েছে। এতে সংকটকে আরও ঘনীভূত করবে।

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে সৃষ্ট বৈশ্বিক সংকটের এই সময়ে মির্জা ফখরুলের মতো দায়িত্বশীল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যখন কাণ্ডজ্ঞানহীনভাবে বক্তব্য রাখেন, তখন জাতি হতাশ হয়। তার বক্তব্য আন্দোলন ও নির্বাচনে ব্যর্থ হওয়া একজন দিশেহারা রাজনীতিকের অসংলগ্ন প্রলাপ ও ব্যর্থতার বেসামাল বহিঃপ্রকাশ।

ওবায়দুল কাদের আরও বলেন, করোনাভাইরাসের মহামারীতে যখন সারা বিশ্বে সব মানুষ একযোগে এই সংকট মোকাবেলায় এক প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছে, তখন অর্বাচীনের মতো মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের রাখা বক্তব্য জাতিকে বিভ্রান্ত করে। তাদের এই বালখিল্যতার কারণে গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে জনগণ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন।

তিনি বলেন, মির্জা ফখরুল যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন- তা আমাদের অর্থনীতির ঊর্ধ্বগামী সম্ভাবনার বিপরীত। এ ধরনের বিভ্রান্তিকর তথ্য জনগণকে শুধু হতাশই করতে পারে, আর কিছু নয়।

আওয়ামী লীগ সম্পাদক বলেন, দুর্যোগের এই মুহূর্তে বিভেদ নয়, এটা তাদের (বিএনপি) বোধগম্য নয়। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা এই সময়ে জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে জনগণকে সতর্ক, সচেতন ও দায়িত্বশীল করার কাজ করে চলেছে। সারা বিশ্বের নেতারা করোনা সংক্রমণ নিয়ে দোষারোপের রাজনীতি পরিহার করার সম্মিলিত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আর মির্জা ফখরুলরা ও তাদের দল এই সংকটকে ঘনীভূত করে জনমনে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে জনগণের ঐক্যের দুর্গকে নস্যাৎ করতে চায়।

সুত্র-যুগান্তর

মেহেরপুরে করোনার পরিস্থিতে মাঠে নেই বিএনপি

মেহেরপুর সহ সারা দেশ করোনার ভয়াবহ পরিস্থিতে সময় পার করছে। এ পর্যন্ত ৭০ জন করোনা রোগী সনাক্ত করা হয়েছে। এদের ভিতর ৮ জন মৃত্যু বরণ করেছে এবং ৩০ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে।

২৬ মার্চ থেকে মেহেরপুর সহ সারা দেশে অঘোষিত লক ডাউন চলছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দোকান পাঠ ব্যাতীত অন্য সকল ধরণের দোকান পাট বন্ধ। সেই সাথে গন পরিবহন ও বন্ধ কেও দেওয়া হয়েছে। এতে বিপাকে পড়েছে সাধারণ নিম্ন আয়ের মানুষ। কর্মহীন হয়ে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে।
দেশের এই সংকটময় পরিস্থিতিতে সরকারি, বেসরকারি, রাজনৈতিক, সামাজিক বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রীসহ বিভিন্ন নিরাপত্তা সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে।

সরকারের পাশাপাশি অন্য সংগঠনগুলোও করোনা মোকাবেলায় কাজ করে যাচ্ছে ।
কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে দেশের অন্যতম বড় রানৈতিক দল বিএনপি’র মেহেরপুর জেলার নেতাদের তেমন একটা মাঠে দেখা যাচ্ছে না।
গত ২৪ তারিখ থেকে মেহেরপুরেও চলছে অঘোষিত লক ডাউন। লক ডাউনের ১২ তম দিন অতিবাহিত করছে মেহেরপুরবাসী। এমন পরিস্থিতিতে সরকারের পাশাপাশি ছোট বড় বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তি জনসচেতনতা থেকে শুরু

করে নিরাপত্তা ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করছে।

সে হিসেবে বিএনপি’র কোন নেতা বা কর্মিকে দেখা যাচ্ছে না কোন ধরণের উদ্যোগ নিতে। দলকে টিকিয়ে রাখতে ও সুসংগঠিত করতে এমন পরিস্থিতিতে মানুষের পাশে দাড়ানো দরকার বলে মনে করছেন তৃনমূল পর্যায়ের কিছু বিএনপি নেতা।

বিএনপি’র মহাসচিব মির্জা ফকরুল ইসলাম আলমগীর শনিবার এক প্রেস কনফারেন্সে দেশের এই সংকটময় পরিস্থিতিতে সরকারের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা বিএনপির’র সদস্য ও পিচ এম্বাসেডর জাকির হোসেন বলেন, দেশের এমন সংকটময় পরিস্থিতিতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে যার যার অবস্থান থেকে যাহায্য করতে হবে। আমি মেহেরপুরে যেতে পারছি না তারপরও ব্যক্তিগত ভাবে মেহেরপরের নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য কিছু সাহায্য করবো।

জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাসুদ অরুন বলেন, আমরা জন সচেতনতা সৃষ্টির জন্য লিফলেট বিতরণ করেছি। সেই সাথে বিএনপি’ প্রায় ৪২শ নেতা কর্মিকে আমাদের সাধ্যমত সাহায্য করেছি। তবে মাঠ পর্যায়ে বিএনপি’র এমন তথ্যেও

করোনায় অর্থনীতি রক্ষায় ৮৭ হাজার কোটি টাকার তহবিল গঠনের দাবি বিএনপির

করোনাভাইরাস মহামারীর মধ্যে দেশের অর্থনীতিতে সম্ভাব্য মহাদুর্যোগ মোকাবেলায় সরকারের কাছে ৮৭ হাজার কোটি টাকার বিশেষ তহবিল গঠনের দাবি জানিয়েছে বিএনপি।

স্বল্পমেয়াদী খাতে ৬১ হাজার কোটি টাকা, মধ্য মেয়াদী খাতে ১৮ হাজার কোটি টাকা এবং অতিরিক্ত আরও ৮ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করেছে দলটি।

শনিবার গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দলের পক্ষ থেকে ২৭ দফা প্যাকেজ প্রস্তাবনা তুলে ধরেন।

স্বল্প-মেয়াদী পদক্ষেপ:

‘দিন এনে দিন খায়’ এই ক্যাটাগরির সব শ্রমিক, দিনমজুর, রিকশাওয়ালা, ভ্যানচালক, হকার, ভাসমান শ্রমিক, ছিন্নমূল, ভিক্ষুক, ভবঘুরে, সিএনজি ড্রাইভার, ভাড়াভিত্তিক গাড়ি চালক (উবার, পাঠাও ইত্যাদি), পরিবহন শ্রমিক, বস্তিবাসী ইত্যাদি মহামারীর কারণে ঘোষিত লকডাউনে কর্মহীন হয়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনতিবিলম্বে এদের মুখে খাবার তুলে দেয়া অপরিহার্য। এদের কারও কারও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকলেও অনেকেরই নাই। স্থানীয় প্রশাসন ও সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে এদের চিহ্নিত করে অনতিবিলম্বে চাল-ডাল-লবণ-তেলসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়ে দুর্নীতি ও জটিলতা এড়াতে পণ্যসামগ্রীর পরিবর্তে নগদ অর্থ দিতে হবে। অমর্ত্য সেন এর ভাষায়- নগদ টাকা দিয়ে দরিদ্ররা দুর্যোগ ভালোভাবে মোকাবেলা করতে পারে। কোনো প্রকারেই রাজনৈতিক বা দলীয় লোকজনকে এ কাজে সম্পৃক্ত করা যাবে না। প্রাথমিকভাবে এপ্রিল-মে-জুন এই তিন মাসের জন্য জনপ্রতি ১৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করে অনতিবিলম্বে ঘরে ঘরে গিয়ে অর্থ নগদ পরিশোধ করতে হবে।

প্রয়োজনে সামরিক বাহিনী ও স্থানীয় প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে প্রাথমিকভাবে ৩ মাসের জন্য আশ্রয়হীনদের অস্থায়ী আবাসন ও প্রয়োজনে তৈরি খাবার সরবরাহ করে তাদের দু’বেলা খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে।

এ জন্য ন্যূনপক্ষে ৮ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করতে হবে। সব শ্রমিক শ্রেণিকে (গার্মেন্ট, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় শিল্প ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত) সেবার জন্য অর্থ এবং জীবন যাত্রায় সমর্থন দিতে হবে। ৮০ লক্ষের অধিক শ্রমিক বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক সেক্টরে কাজ করছে। তাদেরকে নগদ সাহায্য দিতে হবে। এটা Social protection (সামাজিক সুরক্ষা) এর আওতায় অতিরিক্ত অর্থের যোগান দিয়ে এখনই করতে হবে। যাদের মজুরী/ বেতন বন্ধ হয়ে গেছে তাদের জন্য এটা করতেই হবে।

প্রাথমিকভাবে আগামী ছয় মাস ব্যাপী সকল অপ্রাতিষ্ঠানিক সেক্টরে

(unorganised বা informal sector) কর্মরত শ্রমিকদের নগদ অর্থ সাহায্য দিয়ে জীবনযাত্রায় সমর্থন দিতে হবে। এই খাতে ছয় মাসের জন্য দুই কিস্তিতে প্রথম তিন মাসের এবং পরবর্তী কিস্তিতে অবশিষ্ট টাকা নগদ প্রদান করা যেতে পারে। খাদ্য যোগান দিতে দুর্নীতি ও জটিলতা এড়ানোর লক্ষ্যে খাদ্যসামগ্রী না দিয়ে নগদ অর্থ প্রদানই শ্রেয়। স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় সামরিক বাহিনীর অর্থ বিতরণ করবে। এ খাতে প্রাথমিকভাবে ১০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করতে হবে। ব্যাংকিং চ্যানেলে শ্রমিকদের স্ব-স্ব একাউন্টে কিস্তির নগদ টাকা পরিশোধ করতে হবে। জাতীয় পরিচয় পত্র এবং নিয়োগপত্র দেখে এদের চিহ্নিত করতে হবে।

গার্মেন্টস ও রফতানিমুখী শিল্প শ্রমিক শ্রেণিকে ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে স্ব স্ব একাউন্টে প্রাথমিকভাবে তিন মাসের একটি নগদ অর্থ সাহায্য দিতে হবে। পরবর্তীতে তা আরও ৩ মাসের জন্য বৃদ্ধি করা যেতে পারে। অবশ্যি তাদের মালিকপক্ষদের এ টাকা বরাদ্দ না করে শ্রমিকদের ব্যাংক একাউন্টে এই টাকা জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে করে তারা আর্থিক সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবে। এ জন্য প্রাথমিকভাবে ১০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করতে হবে।

গার্মেন্টস ও রফতানি শিল্প শ্রমিকদের ন্যয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় পরিচালিত শিল্প কারখানার শ্রমিকদেরকে জীবন যাত্রায় নগদ অর্থ সাহায্য দিতে হবে কেননা গার্মেন্টস শিল্পের মত এসব প্রাতিষ্ঠানিক শিল্প-কারখানার শ্রমিকরাও একই দুর্যোগের শিকার। এদেরকে ৬ মাসের জন্য (প্রাথমিকভাবে ৩ মাসের জন্য এবং পরবর্তীতে আরও ৩ মাসের জন্য) নগদ অর্থ সাহায্য করতে হবে। খাদ্য যোগান দিতে দুর্নীতি ও জটিলতা এড়ানোর লক্ষ্যে খাদ্যসামগ্রী না দিয়ে নগদ অর্থ প্রদানই শ্রেয়। স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় সামরিক বাহিনী অর্থ বিতরণ করবে। এ খাতে প্রাথমিকভাবে ১০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করতে হবে। ব্যাংকিং চ্যানেলে শ্রমিকদের স্ব স্ব একাউন্টে কিস্তির নগদ টাকা পরিশোধ করতে হবে। জাতীয় পরিচয় পত্র এবং নিয়োগপত্র দেখে এদের চিহ্নিত করতে হবে।

খাদ্য উৎপাদন যেন ব্যহত না হয় সে দিকে নজর দিতে হবে এবং বীজ, সার, কীটনাশক সেচ এবং ভূর্তকী সহ অন্যান্য সহযোগিতা এর কাজ চালিয়ে যেতে হবে এবং প্রয়োজনীয় অর্থ এখনই বরাদ্দ করতে হবে। এ অর্থ ব্যাংকিং এবং প্রশাসনিক চ্যানেলে সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে প্রান্তিক কৃষকসহ কৃষির সাথে সংশ্লিষ্টদের মধ্য বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে। এ খাতে ৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করতে হবে।

আমদানি ও উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে।

দ্রুততম সময়ের মধ্যে নতুন আইসিইউ স্থাপনের জন্য ভেন্টিলেটরসহ উন্নত চিকিৎসা সামগ্রী শুল্কমুক্ত আমদানির ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রয়োজনে কমিউনিটি সেন্টার, কনভেনশন হল ও রাজধানীর বড় বড় শূন্য আবাসিক হোটেল গুলোকে সাময়িকভাবে হসপিটালে রূপান্তরিত করে জরুরী স্বাস্থ্য সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

প্রয়োজনে করোনায় আক্রান্তদের নদীতে ভাসমান জাহাজে আইসলেশনের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা দেওয়া যেতে পারে। তাতে আক্রান্তের হার কমে আসবে।

বয়স্ক নারী, বিধবা, প্রতিবন্ধী, ষাটোর্ধ্ব বয়স্কদের আগামী তিন মাসের জন্য প্রতিমাসে জনপ্রতি ৫০০০ টাকা করে নগদ অর্থ বিতরণ করতে হবে। এ খাতে আপাতত ২ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করতে হবে।

দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা পরিবারকে আগামী তিন মাসের জন্য বিনামূল্যে রান্নার গ্যাস/গ্যাস ভর্তি সিলিন্ডার সরবরাহ করতে হবে।

সাধারণ ছুটি ঘোষণার প্রেক্ষিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ গ্রামে চলে গেছে। গ্রামে তাদের কোন কর্মসংস্থান নেই। শাটডাউন চলতে থাকলে ঐ সময়ে বিপদগ্রস্ত এই জনগোষ্ঠীর মুখে খাবার তুলে দিয়ে এদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। স্থানীয় প্রশাসন ও সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে এদের আপদকালীন ভাতা হিসেবে প্রাথমিকভাবে ১ মাসের জন্য মাথাপিছু ৫০০০ টাকা করে অর্থ প্রদান করতে হবে। প্রয়োজনে এ সময়সীমা বৃদ্ধি করতে হবে।

অবিলম্বে দেশের বরেণ্য অর্থনীতিবিদ সমন্বয়ে একটি আপদকালীন অর্থনৈতিক Task Force গঠন করতে হবে।

মধ্য-মেয়াদী পদক্ষেপ:

কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে কতিপয় পদক্ষেপ বিলম্বে হলেও নেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত কোন ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ খেলাপী ধরা হবেনা। এই সময়কালীন ঋণের উপর কোনও সুদ আরোপ করা যাবেনা। সুদ মওকুফ করতে হবে। EMI (ঋণের নিয়মিত কিস্তি) পরিশোধ তিন মাসের জন্য স্থগিত করতে হবে। এ সময় শিল্প, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান Working capital এর Shortage হবে। সমস্ত ব্যাংকে

Working capital দেয়ার জন্য নির্দেশনা দিতে হবে। নতুন করে Co-latral এর প্রয়োজন হবে না।

কেন্দ্রীয় ব্যাংককে এখনই ব্যাংক খাতে তারল্য বৃদ্ধি করার পদক্ষেপ নিয়ে ফিনানশিয়াল মার্কেটে আস্থা বৃদ্ধি করতে হবে। সম্প্রসারণশীল মনিটরিং পলিসি নিতে হবে। বেসরকারী খাতে ঋণ প্রবাহের প্রবৃদ্ধি ১০% এর নীচে নেমে গেছে, এটা নুন্যতম ১৫%-১৬% এ উন্নীত করতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের Policy rate, CRR, SLR, Repo এর rate কমাতে হবে, তবেই তারল্য বৃদ্ধি পাবে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংককে সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে SLR এর সীমার উর্ধে রক্ষিত সকল treasury bill এবং treasury bond কিনতে হবে যাতে ব্যাংকের treasury bond বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশ ব্যাংককে ক্ষুদ্র, মাঝারি শিল্পের জন্য এবং বিশেষ করে দেশের জন্য ব্যবহৃত পণ্য প্রস্তুতকরী প্রতিষ্ঠানের জন্য re-finance করতে হবে। নুন্যতম ১০ হাজার কোটি টাকার ফান্ড তৈরী করে সর্বোচ্চ ৩% হারে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিতে হবে যেটা সর্বোচ্চ ৫% এ শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ঋন হিসাবে পেতে পারে।

ব্যবসায় অচলাবস্থার কারণে যেসকল SME অর্থ প্রবাহ সমস্যায় পড়েছে তাদেরকে সুনির্দিষ্ট রিলিফ-প্যাকেজ দিতে হবে। যেমন- আপদকালীন সময়ে SMEs গুলোকে কর-রেওয়াত দিতে হবে, ঋণ পরিশোধ স্থগিত রাখতে হবে। বিদ্যুৎ ও অন্যান্য বিল পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনে সেক্টরভিত্তিক সাবসিডি প্রদান করতে হবে।

SME গুলোকে এই দুর্যোগ মোকাবেলায় পৃথক credit line বরাদ্দ করে তাদের জন্য পর্যাপ্ত credit flow নিশ্চিত করতে হবে।

রাজস্বনীতি, অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সরকারের ব্যয় সংযত করতে হবে। অপচয় বন্ধ করে সেই অর্থ দিয়ে রপ্তানীমুখী শিল্প, ঔষধ শিল্প এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় শিল্পকে আর্থিক প্রনোদনা দিতে হবে। বিশেষ করে কর নীতির আওতায় কর্পোরেট কর এর হার কমানো, আপদকালীন সময়ের জন্য কর মওকুফ করা এবং ব্যক্তিগত এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এর নিকট হতে advance income tax আদায় করা বন্ধ করতে হবে।

সরকারি অর্থ সংকুলান করার জন্য এডিবি থেকে অপ্রয়োজনীয়,

অনুৎপাদনশীল ও কম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাদ দিতে হবে। অপচয় বন্ধ করতে হবে। কঠোর কৃচ্ছতা (austerity) অবলম্বন করতে হবে। মেগা প্রকল্প গুলোর অর্থ ব্যয় কিছুটা মন্থর করা যেতে পারে। সরকারের মন্ত্রী পরিষদ সচিব কতগুলো পদক্ষেপ ঘোষণা করেছেন প্রায় সবগুলোই শুধুই প্রশাসনিক পদক্ষেপ এবং জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে সরকারী কর্মকর কর্মকর্তাদের দায়িত্ব বন্টন। কোনও অর্থের বরাদ্দ নেই। এগুলো শুধুই কথামালা, বাস্তবায়ন হলেও কোন ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে না। সরকারকেই অর্থ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

কর্পোরেট সেক্টর এবং বড় বড় শিল্প খাতকে জাতীয় এ দুর্যোগ মোকাবেলায় অর্থায়নে এগিয়ে আসতে হবে, এটা তাদের সামাজিক দায়িত্ব (CSR) । এসময় বিভিন্ন মানব-হিতৈষী (philanthropic groups) গ্রুপ এবং এনজিও মানবসেবামূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে পারেন। ইতোমধ্যে সীমিত আকারে হলেও বেসরকারি উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে যা উৎসাহ ব্যঞ্জক।

যে সব দেশে আমাদের প্রবাসী শ্রমিক রয়েছে এ্খনই সেসব দেশের সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে প্রবাসীদের চাকুরী সুনিশ্চিত করতে হবে। তাদেরকে যেন ছাটাই (Pay off) না করতে হয়।

মহামারীর পর সম্ভাব্য বিপর্যয় এড়াতে হলে কৃষি ক্ষেত্রে সহায়তা জোরদার করতে হবে। আগামী মৌসুমে স্থানীয় বাজার থেকে কৃষক পর্যায়ে পর্যাপ্ত খাদ্য ক্রয় করে মজুদ করতে হবে। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন বিশ্ব মহামারীর কারণে খাদ্য রপ্তানিকারক দেশ গুলো খাদ্য রপ্তানি করতে পারবেন কিনা সে সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত নই। এ খাতে প্রাথমিকভাবে ৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করতে হবে।

অসাধু ব্যবসায়ী মজুতদার ও দালাল শ্রেনীর লোকদের নজরদারিতে রেখে সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থা এবং উৎপাদন ও সরবরাহ-চেইন নির্বিঘ্ন রাখতে হবে।

অবিলম্বে সরকারকে বিশ্ব ব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ইসলামিক ডেভেলাপমেন্ট ব্যাংক ও IMF সহ দ্বি-পাক্ষিক আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে।

প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং gratuity জমা দূর্যোগকালীন সময় পর্যন্ত স্থগিত করতে হবে।

আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিকারি ব্যক্তিদের (self-employed) এবং

start-up □□□ (job creators not job seekers) □□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ start-up □□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□

□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ ‘minimum support price’ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ (food chain) □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□

□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□, □□□□□ □□□□, □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□, □□□□ □□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□-□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□

□□□□□-□□□□□□ □□□□□□□□:

□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□

□ □□□□ □□□□□□, □□□□□□□□ □ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ (reform) □□□□ □□□□ □□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ (structural policy) □□□□□ □□□□ □□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□ □ □□□□□□□□□ □□□□□□□

সাধনে লিপ্ত হতে পারে।

ভবিষ্যতে বিশ্বব্যাপী অপ্রতিরোধ্য সংক্রামক রোগ ও মহামারীর কারণে রোগ নির্ণয় ও স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রে বড় ধরনের ট্রান্সফরমেশন হয়েছে। এই পটভূমিকায় দেশে ইবোলা, ডেঙ্গু বা করোনা ভাইরাসের মত মহামারী মোকাবেলায় যথাযথ সক্ষমতা গড়ে তুলতে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল, পরীক্ষা কীট, পিপিই, ভেন্টিলেটর, আইসিইউ ও আধুনিক চিকিৎসা যন্ত্রপাতি সম্বলিত পর্যাপ্ত সংখ্যক পৃথক বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এরা যুদ্ধাবস্থার মত যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় সর্বদা প্রস্তুত থাকবে।

দেশে ভবিষ্যতে সরকারি/বেসরকারি উদ্যোগে ভেন্টিলেটর নির্মাণ শিল্প গড়ে তুলতে হবে।

ইউনিভার্সাল হেলথ কেয়ার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যে বিপুল বিনিয়োগ প্রয়োজন তা বাস্তবায়নে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ বিএনপি ঘোষিত ভিশন-২০৩০ মোতাবেক জিডিপির ৫% উন্নীত করতে হবে।

এসব সুপারিশগুলো জরুরিভাবে বাস্তবায়নের জন্য সরকার ও সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান বিএনপি মহাসচিব।

সুত্র-যুগান্তর

‘তথ্য গোপন করে করোনাভাইরাস মহামারী এড়ানো যাবে না’-রিজভী

তথ্য গোপন করে করোনাভাইরাসের মহামারী এড়ানো যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেন, সরকারের তথ্য গোপন নীতির কারণেই দেশের করোনা পরিস্থিতির আসল চিত্র ফুটে উঠছে না।

ভেতরে ভেতরে সংক্রমণ হতে থাকলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে পারে। বরং সঠিক তথ্য দিয়ে এ রোগের ভয়াবহতা বুঝিয়েই জনগণকে কোয়ারেন্টিন মেনে চলতে অনুপ্রাণিত করতে হবে। করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধ, সুরক্ষা ও প্রতিকারে সরকারের পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য দিয়ে মানুষের আস্থা তৈরি করা উচিত।

রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার দুপুরে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

রিজভী বলেন, সরকারের ‘তথ্য গোপন পলিসি’র সমালোচনা করার কারণে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে কয়েকদিনে বিএনপির ১২ নেতাকর্মী ও চিকিৎসককে গ্রেফতার করা হয়েছে। অবিলম্বে তাদের মুক্তি দিন। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আনতে রোগের পরীক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে আসছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। তবে দেশে পরীক্ষা নিয়ে নানা জটিলতার খবর পাওয়া যাচ্ছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী কিংবা সরকারি পরিসংখ্যানের আপডেট এখন কেউ আর বিশ্বাস করছে না। অন্ধ হলেই কি বন্ধ হবে প্রলয়!

রিজভী বলেন, পরীক্ষা বাড়ানোর পাশাপাশি লকডাউন ও কোয়ারেন্টিনকে গুরুত্ব দিতে হবে। বিশেষজ্ঞদের শঙ্কা, হঠাৎই বাড়তে পারে ভয়াবহতা। সেক্ষেত্রে লকডাউন চালিয়ে যাওয়া, আরও বেশি বেশি টেস্ট করে পজেটিভ রোগী খুঁজে আইসোলেশনে নিয়ে আসা কাজে আসতে পারে।

‘এ সংকটময় সময়েও বিএনপির নেতাকর্মীরা জনগণের পাশে দাঁড়ায়নি, তারা সরকারের সমালোচনা করে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার অপতৎপরতায় লিপ্ত’- বুধবার আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের এমন মন্তব্যের সমালোচনা করেন রিজভী। তিনি বলেন, কাদের সাহেবকে বলতে চাই, গণতন্ত্রকে জাদুঘরে পাঠিয়েছেন বলেই সরকারের ব্যর্থতা তুলে ধরাকে অপতৎপরতা হিসেবে অভিহিত করছেন। আপনাদের গণতান্ত্রিক মানস নেই বলেই সমালোচনা শুনলেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এ মহাদুর্যোগে যখন মানুষ জাতীয় ঐক্যের কথা বলছে তখন ওবায়দুল কাদের সাহেবের বক্তব্য বিভাজন ও বিভেদেরই প্রতিফলন।

যখন করোনার প্রাদুর্ভাব শুরু হল তখন আমরাই রাজপথে নেমেছি, সারা দেশের সর্বত্র প্রথম সচেতনতা শুরু করেছি। আমরা ও আমাদের দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এ দুঃসময়ে দেশের সব রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, শ্রেণি-পেশার সংগঠন অর্থাৎ সর্বস্তরের জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে দুর্যোগ মোকাবেলা করার প্রথম

আহ্বান জানিয়েছেন।

খালেদা জিয়ার নিরাপত্তার দাবি জানিয়ে রিজভী বলেন, বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে ২৬ মাস বিনা দোষে কারাগারে আটকে রাখা হয়েছিল। তাকে সাময়িক মুক্তি দেয়া হয়েছে। তিনি গুলশানের নিজ বাসায় অবস্থান করছেন। এমতাবস্থায় তার নিরাপত্তার জন্য চেয়ারপারসনের একান্ত সচিব আইজিপি বরাবর আবেদন করলেও এ বিষয়ে এখনও পুলিশের পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। অবিলম্বে খালেদা জিয়ার নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পুলিশের আইজিপির কাছে অনুরোধ করছি।

সুত্র-যুগান্তর

ভালো আছেন খালেদা জিয়া, কোয়ারেন্টিন শেষ হলেই শুরু হবে চিকিৎসা

মুক্ত বাতাস এবং পরিবারের সদস্যদের সান্নিধ্যে মানসিকভাবে সুস্থ হয়ে উঠছেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। তবে শারীরিক সমস্যার উন্নতি হচ্ছে খুবই ধীরগতিতে। বর্তমানে তিনি গুলশানের বাসায় (ফিরোজা) হোম কোয়ারেন্টিনে থেকেই চিকিৎসা নিচ্ছেন। কোয়ারেন্টিন শেষ হলে পুরোদমে চিকিৎসা শুরু হবে।

সে লক্ষ্যে একটি পরিকল্পনাও তৈরি করছেন তার ব্যক্তিগত চিকিৎসকরা। কোয়ারেন্টিন থেকে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে, টিভি ও সংবাদপত্রে চোখ বুলিয়ে অবসর সময় পার করছেন তিনি।

তিনি খাচ্ছেন তা বাসাতে রান্না হচ্ছে। বোনের বাসা থেকেও আসে পছন্দের খাবার। খালেদা জিয়ার বাড়ির কাজকর্ম পুরোটাই করছেন গৃহকর্মী ফাতেমা বেগম। যিনি খালেদা জিয়ার সঙ্গে কারাগারে ছিলেন।

পারিবারিক সূত্র জানায়, লন্ডনে অবস্থানরত পুত্রবধূ ডা. জোবাইদা রহমানের তত্ত্বাবধানে খালেদা জিয়ার চিকিৎসার সিদ্ধান্ত হয়েছে। স্থানীয় ডাক্তাররা তার দেখভাল করছেন। চিকিৎসার বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রয়োজন হলে তারা জোবাইদা রহমানের পরামর্শ নিচ্ছেন।

এরই মধ্যে তার চিকিৎসায় ছয় সদস্যের একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। অধ্যাপক ডা. এফ এফ সিদ্দিকুর রহমান, অধ্যাপক ডা. রাজিবুল আলম, অধ্যাপক ডা. আবদুল কুদ্দুস, অধ্যাপক ডা. হাবিবুর রহমান, অধ্যাপক ডা. জাহিদ হোসেন ও ডা. মামুন রয়েছেন এ বোর্ডে। জোবাইদা রহমানের সঙ্গে কথা বলে তারা চেয়ারপারসনের চিকিৎসার একটি গাইডলাইন তৈরি করছেন।

জানতে চাইলে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. জাহিদ হোসেন যুগান্তরকে বলেন, ‘ম্যাডাম এখন কোয়ারেন্টিনে আছেন। এখন প্রধান কাজ হল তাকে একা থাকতে দেয়া। উনি আগের চেয়ে মানসিকভাবে ভালো আছেন। তবে দীর্ঘদিন ধরে যথাযথ চিকিৎসা না পাওয়ায় তার পুরনো রোগগুলো জটিল আকার ধারণ করেছে। বর্তমানে আগের ওষুধগুলোই চলছে। কোয়ারেন্টিন শেষ হলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নতুন করে ওষুধ দেয়া শুরু হবে।

সুত্র-যুগান্তর

করোনা ঠেকাতে জাতীয় কমিটি চান মির্জা ফখরুল

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে জাতীয় কমিটি করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

তিনি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীকেই এ উদ্যোগ নিতে হবে। জাতীয় কমিটি গঠিত হবে রাজনৈতিক দল ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে।

একসঙ্গে বসে মিটিং করতে হবে- তা বলছি না। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমেই এটা করতে পারেন। তখন সবার মধ্যে একটা ধারণা আসবে- আমরা এক। দে ক্যান ডু। সব নিরাপত্তা রেখে যদি সভা করতে চান তাও পারেন। মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর উত্তরার বাসায় সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে বিএনপি মহাসচিব একথা বলেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, এই কথাটা বারবার বলেছি। আমরা কখনোই সমালোচনার জন্য সমালোচনা করছি না, সরকারকে সাহায্য করতে চেয়েছি। আমরা ত্র“টি দেখিয়ে দিয়ে বলেছি, আসুন আমরা সবাই একসঙ্গে কাজ করি। ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছি। এখন পর্যন্ত একটা জাতীয় কমিটি তৈরি হয়নি। যেটা করা উচিত ছিল। বাংলাদেশ তো একশ’ ৬০ মিলিয়নের দেশ। এখানে একেবারের নিচের দিকে অর্থনীতি।

সেখানে এই সংকট মোকাবেলায় যদি জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করা যায় সেটা হবে দেশের জন্য ভালো কাজ। এখনও সময় আছে জাতীয় কমিটি করা দরকার, এটা গঠন করা উচিত। করোনাভাইরাসের মহামারী থেকে দলীয় নেতাকর্মীরা নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেই ঘরবন্দি বিশেষ করে খেটে খাওয়া মানুষজনের জন্য খাবার পৌঁছে দেয়ার কাজ করছে বলে জানান বিএনপি মহাসচিব।

দেশের অর্থনৈতিক সংকটের প্রসঙ্গ টেনে মির্জা ফখরুল বলেন, সবচেয়ে বড় যে সমস্যাটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে খেটে খাওয়া মানুষজনের অর্থনৈতিক সমস্যা।

বাংলাদেশে বেশির ভাগ মানুষই এখন দিন আনে দিন খায়। সমাজের বিশাল এই অংশটা কয়েক দিন ধরে কোনো আয় করতে পারছে না। সেই মানুষগুলোর জন্য যদি ইমিডিয়েটলি উপযোগী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা না যায় তাহলে বড় বিপর্যয় দেখা দেবে। যেটা আমরা ১৯৭৪ সালে দেখেছি, এই

ধরনের বিপর্যয় দেখা দেবে। এই বিষয়গুলো সরকারকে দেখতে হবে।

তিনি বলেন, আমি যেটা মনে করি, সেনাবাহিনীকে যদি এ কাজে লাগানো যায়। অন্যদিকে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি যারা আছেন একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বার তাদের সম্পৃক্ত করে যদি সেই কাজগুলো করা যায়। একই সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোকে যদি সম্পৃক্ত করা যায়। তাদেরকে একসঙ্গে করা গেলে অত্যন্ত ফলোপ্রসূ হবে। তার জন্য বরাদ্দ থাকতে হবে। তার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য সামগ্রী থাকতে হবে।

হাসপাতালের বর্তমান চিকিৎসা সেবার প্রসঙ্গে টেনে ফখরুল বলেন, এখন হাসপাতালগুলোতে ডাক্তার পাওয়া যাচ্ছে না। অন্য কোনো রোগে কেউ অসুস্থ হয়ে গেলে দেখাতে পারছেন না। পত্রিকায় আসছে, একজন এপেনডিসাইটিজের রোগী ৮টা হাসপাতাল ঘুরে আল্ট্রাসোনোগ্রাম করতে পারছে না।

আমরা যে কারণে বারবার বলেছি, বিষয়টাকে পুরোপুরি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে এই জাতিকে রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে। এটা অস্তিত্বের প্রশ্ন। সেই অস্তিত্বের জন্যই সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে। দায়টা সরকারের, দায়িত্ব সরকারের। তাকেই উদ্যোগ নিতে হবে- বিরোধী দলকে কিভাবে কাজে লাগাবে, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কিভাবে কাজে লাগাবে, পরিবেশ কিভাবে সৃষ্টি করবে। এখানে সমস্যা অনেক।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, আমি মনে করি একটা বড় ভুল হয়েছে, ছুটি ঘোষণা করে তার দু’দিন পর পর্যন্ত পরিবহন চালু রাখা। এতে করে সব মানুষ ছড়িয়ে গেছে সারা দেশে। আমি দেখলাম এক কোটি মোবাইল ফোন ঢাকার বাইরে চলে গেছে। চীনের ঘটনার পর সরকার যথাযথ প্রাক-প্রস্তুতি নেয়নি বলে সমস্যা এখন এত প্রকট বলে মন্তব্য করেন মির্জা ফখরুল।

তিনি বলেন, সমস্যাগুলো প্রথম থেকে তারা (সরকার) দেখলে এটা প্রকট আকার ধারণ করত না। লকডাউন যেটাকে বলে সেটা তো সেভাবে হয়নি। এটাকে প্রিভেল করেছে। যার ফলে দেখা গেছে যে, প্রথম দুই-একদিন কক্সবাজারে পর্যন্ত মানুষ বেড়াতে গেছে, ছুটি কাটাতে সিলেটে গেছে। আমাদের দেশে সবাই তো সচেতন না, অনেকে বুঝতে পারেনি। হাজার হাজার মানুষ ট্রেন, লঞ্চে এক সঙ্গে গেছে। এটা তো আরও ভয়ংকর।

সুত্র-যুগান্তর

‘নো টেস্ট, নো করোনা- পলিসিতে সরকার’-রুহুল কবির রিজভী

মহামারী করোনাভাইরাস নিয়ে বর্তমান সরকারের পলিসি জনগণের কাছে একদম পরিষ্কার বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মাহসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী।

তিনি বলেন, সরকারের পলিসি হল, ‘নো কিট, নো করোনা। নো টেস্ট, নো করোনা। নো পেশেন্ট, নো করোনা। যে পলিসি করে ইরান ও ইতালি সরকার তাদের দেশের সর্বনাশ করেছে। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে গোটা বিশ্ব থেকে। অথচ আমরাও সেই লুকানোর পলিসি দিয়েই সবকিছু ম্যানেজ করতে চলেছি। উল্টো প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ে সরকারের এই লুকানো পলিসি যাতে কেউ প্রকাশ না করতে পারে তার জন্য নানা রকমের অপচেষ্টা চালাচ্ছে। এই লুকানোর পলিসির নাম দিয়েছে ‘গুজব’।’

সোমবার দুপুরে নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

রিজভী বলেন, ‘আজ এমন এক অকল্পনীয় ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আপনাদের সমীপে উপস্থিত হয়েছি, যখন করোনা ভাইরাসের মহাদুর্যোগের কারণে সামনে বসে সরাসরি কথা বলার মতো পরিবেশ নেই। কোভিড-১৯ ভাইরাস দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার মধ্য দিয়ে বৈশ্বিক মহামারীতে রূপ নিয়েছে’।

তিনি বলেন, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, দুই মাস সময় পেলেও সরকার সমস্যার দিকে কোনও মনোযোগ দেয়নি। উপদ্রুত দেশগুলো থেকে দেশে

প্রত্যাবর্তনকারী প্রবাসী ভাই-বোনদের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা অনুসরণে কোয়ারেন্টাইন করার সরকারি ব্যর্থতা প্রমাণ করে যে, সমন্বয়হীনতা ও প্রস্তুতির অভাব দেশকে কত বড় বিপদে ফেলতে পারে।’

রিজভী আরও বলেন, ‘মহাবিপদ মোকাবেলায় সরকারের প্রস্তুতি নেই, সমন্বয় নেই, আক্রান্ত রোগী শনাক্তকরণের পর্যাপ্ত উপকরণ ও ব্যবস্থাপনা দেশে নেই; নেই চিকিৎসকদের রক্ষার ব্যবস্থা, নেই যথেষ্ট মাস্ক, স্যানিটাইজার ও ভেন্টিলেটর’।

তিনি বলেন, ‘পরীক্ষার ব্যবস্থা ছাড়া সরকার আক্রান্ত সংখ্যার যে তথ্য দিচ্ছে তা বিশ্বাসযোগ্যতা পাচ্ছে না। সরকারের পক্ষ থেকে টানা দু’দিন বলা হচ্ছে- “দেশে নতুন করে করোনা আক্রান্ত নেই। অথচ পত্র-পত্রিকা, টেলিভিশনসহ মিডিয়ায় প্রতিদিন সর্দি, জ্বর, কাশিতে মারা যাওয়ার খবর দিচ্ছে। করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে ২৪ ঘণ্টায় পাঁচজনের মৃত্যুর সংবাদ ছাপা হয়েছে আজকের খবরের কাগজে। কী ভীতিকর পরিস্থিতি! ইলেকট্রনিক্স, প্রিন্ট মিডিয়ার খবরের সঙ্গেও সরকারের ব্রিফিংয়ের আকাশ-পাতাল ব্যবধান। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) বারবার বলে আসছে, করোনা আক্রান্তদের শনাক্ত করতে যত বেশি সম্ভব পরীক্ষা করতে হবে। অথচ সরকারের পুরো ব্যবস্থাপনা হলো পানিতে হালবিহীন নৌকার দুরাবস্থা যেমন।’

রিজভী বলেন, ‘দীর্ঘদিন সময় পেয়েও জেলা পর্যায়ে করোনা পরীক্ষা- নিরীক্ষার সরঞ্জামাদি সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে। জেলা-উপজেলা পর্যায়ে ডাক্তার এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব ছিলো সরকারের। সে দায়িত্ব পালনে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। ‘দিন এনে দিন খাওয়া’ পরিবারগুলোর খাদ্য সংকট আগামীতে আরও বাড়বে। সেই সংকট যেন বড় বিপদ না হয়ে ওঠে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। জরুরি ভিত্তিতে খেটে খাওয়া মানুষকে খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। প্রণোদনা বাড়াতে হবে।’

সুত্র-যুগান্তর

হোম কোয়ারেন্টিনে কেমন কাটছে খালেদা জিয়ার?

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ২৫ মাস কারাভোগের পর মুক্তি পেয়েছেন। করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন তিনি। সাবেক প্রধানমন্ত্রীর কোয়ারেন্টিনের প্রথম দিনটি কেমন কেটেছে, বৃহস্পতিবার তা দেখে এসেছেন চিকিৎসকরা।

খালেদা জিয়া গুলশানের বাসা ফিরোজার দোতলায় থাকছেন। সেখানে নিকটাত্মীয়দের প্রবেশেও কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। খালেদা জিয়ার কক্ষে যেতে হলে পাশের আরেকটি কক্ষে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়ার পাশাপাশি ব্যক্তিগত সুরক্ষা পোশাক পরার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সেখানে হোম কোয়ারেন্টিনের নিয়মাবলি মেনেই চিকিৎসকরা পর্যবেক্ষণ করেছেন। সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার দুপুরের পর খালেদা জিয়ার বাসায় যাওয়া চিকিৎসকদের মধ্যে ছিলেন প্রফেসর ডা. এফএফ রহমান, প্রফেসর ডা. রজিবুল ইসলাম, প্রফেসর ডা. আব্দুল কুদ্দুস, প্রফেসর ডা. হাবিবুর রহমান, প্রফেসর সিরাজ উদ্দিন ও প্রফেসর ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন।

বেরিয়ে এসে জাহিদ হোসেন বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) চিকিৎসকদের পরামর্শে খালেদা জিয়া সেলফ কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন। তার অবস্থা আগের মতোই। তবে বাসায় নিজস্ব পরিবেশে অবস্থান করার কারণে তার ভেতরে মানসিক স্বস্তি কাজ করছে।

এই চিকিৎসক আরও জানান, রোজই আমরা কোয়ারেন্টিন-আইসোলেশনের নিয়ম মেনে তাকে পর্যবেক্ষণ করব। আজ আমরা কিছু ওষুধের ডোজ কমিয়ে-বাড়িয়ে দিয়েছি। কোয়ারেন্টিন শেষে ওনার অন্যান্য শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে।

চিকিৎসকরা খালেদা জিয়াকে মানসিক ও শারীরিকভাবে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাবেন বলেও জানান জাহিদ হোসেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গুলশানের বাসাতেই খালেদা জিয়ার চিকিৎসা হবে। তবে খালেদা জিয়ার মূল চিকিৎসক থাকেন লন্ডনে। তার সঙ্গে

সুত্র-যুগান্তর

মহান স্বাধীনতা দিবসে মেহেরপুর জেলা বিএনপির পুস্পমাল্য অর্পণ

২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবসে শহীদদের প্রতি সম্মান জানিয়ে শহীদ বেদীতে পুস্পমাল্য অর্পণ করেছেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে শহীদ বেদীতে পুস্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

এসময় সময় জেলা বিএনপির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

খালেদা জিয়ার চিকিৎসা তদারকি করবেন পুত্রবধূ জোবায়দা

আজ বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) থেকে ১৪ দিন হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকবেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। তার চিকিৎসার সার্বিক তদারকি করবেন পূত্রবধূ ডা. জোবায়দা রহমান। পরিবারের সদস্য ও দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে কাছে পেয়ে তিনি মানসিকভাবে অনেকটাই শক্তিশালী বোধ করছেন বলে জানালেন বিএনপি নেতারা।

দীর্ঘ ২ বছরের বেশি সময় পর বাড়ি ফিরেছেন বেগম খালেদা জিয়া। করোনাভাইরাস পরিস্থিতি বিবেচনায় গুলশানের বাসভবন ফিরোজায় হোম

কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন বিএনপি নেত্রী। তাকে বাসাতেই চিকিৎসা দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন ছোট বোন সেলিমা ইসলাম।

টেলিফোনে তিনি বলেন, উনার তো শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, কথা বলতে পারছেন না, উঠে দাঁড়াতে পারছেন না। হাঁটতে পারছেননা, বসে থাকতেও বেশিক্ষণ পারছেন না, গায়ে হাত দিলেই ব্যথা লাগছে তার। খাওয়া দাওয়াও করতে পারছেন না, খেলেই বমি হয়ে যাচ্ছে। মুভ করানোর মতো অবস্থা নাই। তারও মতামত বাসাতেই থাকবেন।
বিএনপি চেয়ারপার্সনের চিকিৎসার সার্বিক বিষয়ে তত্ত্বাবধান করছেন পুত্রবধূ ড. জোবায়দা রহমান। চিকিৎসা করছে দলের গঠিত মেডিকেল বোর্ড।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম বলেন, অন্য যেসব চিকিৎসকরা আগে তাকে দেখতেন, তাদেরকে দিয়েই এই বোর্ড করা হয়েছে।

বুধবার প্রায় দুই ঘণ্টা পর্যবেক্ষণ শেষে আগের চিকিৎসা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি ১৪ দিন হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার পরার্মশ দেয় ৬ সদস্যের মেডিকেল বোর্ড।

পরিবার ও দলীয় নেতাকর্মীদের দেখার পর মানসিকভাবে অনেকটাই চাঙা হয়ে উঠেছেন বলে জানালেন বিএনপির ভাইস চেয়াম্যান ডা. এ জেড এম জাহিদ।

তিনি বলেন, কোয়ারেন্টাইনে যে সমস্ত প্যারামিটার থাকে সেগুলো দেখার জন্য উনার ব্যক্তিগত চিকিৎসক আছেন, নার্স আছে। তারাই উনাকে দেখাশোনা করবেন। বিএসএমএমইউ-তে যে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছিল সেগুলোই কিছুটা মডিফাই করে ঠিক করা হয়েছে। বাকিটা একই আছে। মানসিকভাবে পরিবারের সদস্যদের কাছে পেয়ে হয়তো কিছুটা ভালো আছেন, শারীরিকভাবে কিন্তু তিনি সত্যিই খুব খারাপ অবস্থায় আছেন।

দুর্নীতির দুই মামলায় ২ বছরের বেশি সময় সাজাভোগের পর শর্তসাপেক্ষে ৬ মাসের জন্য মুক্তি পান বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া।

সূত্র: সময়টিভি।